দৈনিক বাংলা

122

তারিখ 09 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

চা বাগানে প্রাইমারী স্কুল

প্রাথমিক শিক্ষার একটি ভিন্ন রূপ আছে সিলেটের চা বাগানে। সিলেটের পাঁচটি থানায় বিস্তৃত এই চা বাগান। শিশুর সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। আর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবের খাতা শূন্য। অর্থাৎ পাঁচটি থানার চা বাগানে সরকারী কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

এ চিত্র দীর্ঘ দিনের। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে চা বাগানে এমন ধারায়ই শিক্ষাব্যবস্থা চলছে। শিক্ষা এখানে জীবনের অনিবার্য অঙ্গ নয়। শিক্ষাব্যবস্থা লোক দেখানোর ঘটনা মাত্র। এ এলাকায় প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, শ্রমিকদের শ্রম আদায়। একটি শিশুকে শ্রম দিতে সমর্থ করে গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে দৈহিক শ্রমই বিচার্য। শিক্ষার প্রশ্ন একান্তই গৌণ।

তবুও এই চা বাগানে ১৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে শিক্ষক আছে। তবে শিক্ষাদান তাদের কতর্ব্য নয়। চা বাগানে কাজ করার সাথে শিক্ষাদানের পেশাটাও জড়িত। এরা শিক্ষকতা করে। আবার চা বাগানের অফিসে কাজও করে। কখনো কখনো শিক্ষক নাম নিয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে হাজিরা দেয়। ফলে, শিক্ষার হালও তেমন। অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রীদের বই–খাতার সাথে সম্পর্ক নেই। অনেকে বছর পাঁচেক বিদ্যালয়ে আসা–যাওয়া করেও নাম স্বাক্ষরটি পর্যন্ত করতে পারে না। কারণ প্রয়োজন এখানে ততদূর নয়। নাম স্বাক্ষর করা শিখতে শিখতে তারা কাজে লেগে যায়।

এই পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়। দেশে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। প্রায় ৫০ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। নতুন করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী কাজও হাতে নেয়া হয়েছে। অথচ দেশের একটি এলাকায় এ কর্মসূচীর খবর নেই। ঐ এলাকায় লাখ দুয়েক শিশু আছে। অথচ সরকারী একটি শিক্ষা অফিসও নেই। নিশ্চয়ই এ এলাকাটি দেশের শিক্ষা কর্মসূচীর গন্ডির বাইরে নয়। আর শিক্ষার ব্যাপারে এই এলাকাটি স্বায়ত্তশাসিত কিনা সে কথা কর্তৃপক্ষ বলতে পারেন। তবে পত্রিকান্তরের খবর থেকে মনে হয়, হয়ত এ ব্যাপারে কোন ভিন্ন সিদ্ধান্ত আছে। হয়ত চা বাগান এলাকায় শিক্ষার দায়িত্ব একান্তভাবেই বাগান মালিকদের হাতে ন্যস্ত। অন্যথায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে না।

তবে চা বাগান এলাকার শিক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা বা ভিন্ন ঐতিহ্য থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মুখ্য প্রশ্ন বেসরকারী বা সরকারী খাতের নয়; প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষাদানের এবং শিক্ষিত করে তোলার এবং এ লক্ষ্যেই চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তৎপর হওয়া প্রয়োজন।